ভিয়াইএ ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য তথ্য ও পরামর্শ

www.crownoffice.gov.uk

শাস্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী

এই দলিলটি অন্য কোন ভাষায়, বড় মূদ্রাক্ষরে, অডিও, ব্রেইলে বা অন্য কোন ফর্মাটে পেতে হলে অনুগ্রহ করে ভিয়াইএ-এর সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আরএনআইডি টাইপটক প্রিফিক্সের 18001 মাধ্যমে যোগযোগকে স্বাগত জানাই।

ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য তথ্য ও পরামর্শ
ক্রাউন অফিস এবং প্রকিউরেটর ফিস্ক্যাল সার্ভিসের একটি অংশ
ক্রাউন কপিরাইট ২০০৮ মে সংশোধিত ২০০৭ আর আর ডোনেলী বি৬১১৮০-৭-০৯

সূচনা

ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য তথ্য এবং উপদেশ (ভিয়াইএ) আপনাকে এই লিফলেট বা তথ্য পুস্তিকা দিয়েছে কারণ আপনি একটি অপরাধের শিকার এবং/অথবা সাক্ষী। যদি কেউ স্বীকার করে বা কাউকে ঐ অপরাধে দুষ্ট হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়, তবে তাদের কিরূপ শাস্তি পাওয়া উচিত সে বিষয়ে বিচারক সিদ্ধান্ত নেন।

এটা ব্যাখ্যা করা গুরুত্বপূর্ণ যে মামলার ক্ষেত্রে বিচারক কর্তৃক শাস্তির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এটা এমনকিছু নয় যাতে ভিয়াইএ বা অন্যান্য প্রকিউরেটর ফিস্ক্যাল ষ্টাফ সুপারিশ, সিদ্ধান্ত বা মন্তব্য করতে পারেন।

আমাদের ভূমিকা হলো এই মামলায় কি শাস্তি আছে যা আপনার উপর প্রভাব ফেলতে পারে তা আপনাকে জানানো (যদিও শাস্তি আরোপের সময়ে তা শোনার জন্য আপনি নিজেও সেখানে থাকতে পারে)। এই লিফলেট কিছু প্রশ্নের উত্তর যা হয়তো আপনার থাকতে পাএ তা দেয়ার চেষ্টা করে। যদি আপনি অন্য কোন কিছু জানতে চান বা কোন বিষয়ে অনিশ্চিত থাকেন তবে অনুগ্রহ করে আমাদের প্রশ্ন করুন।

আপনি হয়তো এটাও জেনে রাখতে চান যে একজন অভিযুক্ত দোষ স্বীকার করার পর বা দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে, তাদেরকে সাধারণতঃ "অপরাধী" হিসেবে গণ্য করা হয়।

বিচারক কিভাবে শাস্তির সিদ্ধান্ত নেন?

বিচারক সকল সাক্ষ্য শুনানীর পর এবং সকল প্রযোজ্য বিষয়াবলী বিবেচনায় এনে কী শাস্তি প্রযোজ্য সে সিদ্ধান্ত নেন। এই বিষয়াবলী হচ্ছেঃ-

- দোষী ব্যাক্তি যে অপরাধটি করেছেন
- তাদের পটভূমি (যেমন, তাদের কোন অপরাধের রেকর্ড বা তথ্য আছে কিনা, তাদের বয়স এবং অন্য কোন প্রযোজ্য তথ্য)
- মামলাটির শুনানী কোথায় হয়েছে। জেলা বা জাস্টিস অফ দি পিস আদালত, শেরিফ আদালত এবং উচ্চ আদালত (হাই কোর্ট) সকলের ভিন্ন ভিন্ন শাস্তির ক্ষমতা আছে। তারা কী ধরণের শাস্তি আরোপ করতে পারেন আদালতের ধরণ এর উপর প্রভাব ফেলতে পারে, যেমন, জরিমানার আকার বা কারাদন্ডের সময়কাল।
- অভিযুক্ত দোষ স্বীকার করেন কিনা। যদি করেন, এবং শাস্তি যদি হাজতবাস (কারাদন্ড) হয়, তবে বিচারককে আইন সঙ্গতভাবেই এই মামলায় যেটুকু শাস্তি হওয়া উচিত ছিল তার চেয়ে কম সময়ের শাস্তি আরোপের বিষয় বিবেচনা করতে হবে। এটাকে বলা হয় শাস্তির ডিস্কাউন্ট বা অবহার। শাস্তি আরোপের সময়ে অবহারের পরিমাণ আদালতে উল্লেখ করা হবে।

কখন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়?

মাঝে মধ্যে বিচারক দোষ স্বীকার করার বা দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর পরই অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করেন। অভিযুক্তগণ বিচার চলাকালীন সময়ের যে কোন পর্যায়েই দোষ স্বীকার করতে পারেন। মাঝে মধ্যে সাঁজা দেয়ার আগে অধিক তথ্য বিবেচনার জন্য বেশী সময় পাওয়ার জন্য বিচারক সিদ্ধান্ত স্থগিত করবেন (মামলাটি স্থগিত করা)। যদি তা ঘটে, কখন শাস্তি আরোপ করা হবে আমরা তা আপনাকে জানাবো। আমরা এটাও আপনাকে জানাবো যদি অপরাধীকে জামিন মঞ্জুর করা হয় বা শাস্তি আরোপের আগে কারাগারে রাখা হয়।

পশ্চাতের ঘটনাবলী সংক্রান্ত প্রতিবেদন (ব্যাকগ্রাউন্ড রিপোর্ট) বিচারককে মামলাটি নিয়ে কাজ করতে সর্বোত্তমভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে। এর অর্থ কারাদন্ড হতে বা নাও হতে পারে বোঝাতে পারে – বিচারক সামগ্রিক পছন্দগুলো বিবেচনা করতে পারেন।

যদি বিচারক একজন যার বয়স ২১ এর নীচে বা যিনি আগে কারাগারে ছিলেন না সেরূপ একজন অপরাধীর জন্য কারাদন্ডের সাঁজা বিবেচনা করতে থাকেন, তাহলে পশ্চাতের ঘটনাবলী সংক্রান্ত প্রতিবেদন অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে।

সম্ভাব্য শাস্তিসমূহ

অনেক বিকল্প থেকে বাছাই করে বিচারক শাস্তি পছন্দ করতে পারেন। তবে সব বিকল্পই প্রত্যেক মামলার ক্ষেত্রে বিবেচনা করা নাও হতে পারে তবে যে কোন মামলার ক্ষেত্রে অনেকগুলো সম্ভাব্য শাস্তি আছে এটা আপনার জানা গুরুত্বপূর্ণ। শাস্তি কয়েদবাস (যার মানে একজনের কারাগারে বা কিশোর অপরাধীদের প্রতিষ্ঠানে যাওয়া) বা অ-কয়েদবাস হতে পারে।

অ-কয়েদবাস শাস্তিসমূহ (NON-CUSTODIAL SENTENCES) (কারাগার বা কিশোর অপরাধীদের প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভূক্ত নয়)

এই অংশে বহুল ব্যবহৃত কিছু অ-কয়েদবাস শাস্তির তালিকা দেয়া হয়েছে। মামলার পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে এই শাস্তিগুলোর কিছু যুক্তভাবে প্রয়োগ করা হতে পারে।

বেকসুর খালাস

অপরাধীকে কোন শাস্তি দেয়া হয় না। তবে, অপরাধটি রেকর্ডভূক্ত করা হয়, এবং যদি তারা পূণরায় অপরাধ করেন, তবে আদালত কর্তৃক এটাকে পূর্ববর্তী অপরাধের দোষপ্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হবে।

তিরস্কারকরণ

আদালত অপরাধীকে সতর্ক করে দেয়। এই সতর্কবানী অপরাধ করেছে তার রায় বা প্রমাণ দেয় এবং তা তাদের অপরাধ রেকর্ডে থাকে।

কমিউনিটি সার্ভিস আদেশ (সিএসও)

কারাগারে যাওয়ার পরিবর্তে অপরাধীকে অবশ্যই বিনা পারিশ্রমিকে সমাজকর্ম বিভাগের তত্তাবধানে কমিউনিটিতে কাজ করতে হবে। কত ঘন্টা কাজ করতে হবে তা আদালতের ধরণের উপর নির্ভর করে ৮০ ঘন্টা থেকে হয়তো ২৪০ বা ৩০০ এর মধ্যে হতে পারে।

সাঁজা হ্রাসের আদেশ

অপরাধের ফলে আঘাত বা ক্ষতির কারণে অপরাধীকে কিছু পরিমাণ অর্থ ক্ষতিগ্রস্থকে দিতে হয়। আদালতের ধরণ বুঝে এবং অপরাধীর সার্বিক অবস্থা বুঝে এই অর্থের পরিমাণের তারতম্য হয়। অপরাধী আদালতকে অর্থ প্রদান করে যা আদালত পরে ক্ষতিগ্রস্থকে পাঠায়।

শাস্তি স্থগিতকরণ

শাস্তি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত স্থগিত (বিলম্বিত) রাখা হয়, সাধারণত এই শর্তে যে অপরাধী ঐ সময়ে সদাচারণ করবেন। কখনও কখনও অন্যান্য শর্তও জুড়ে দেয়া হয়, যেমন পরামর্শ গ্রহণ, বা অর্থ ফেরত দেয়া। এই সময়ের শেষে কী ঘটবে তা নির্ভর করে ঐ সময়কালে অপরাধীর আচরণের উপর।

নেশার ঊপশম এবং পরীক্ষণ আদেশ (ডীটিটিও)

অপরাধীকে তাদের নেশাদ্রব্য ব্যাবহার কমাতে অবশ্যই সম্মত হতে হবে। তাদের সমাজ কর্মীদের দ্বারা তদারকী করা হবে এবং নিয়মিত নেশার পরীক্ষা করাতে হবে। যদি অপরাধীগণ চুক্তি ভংগ করেন, তবে মামলাটি পূণরায় আদালতে যায় এবং তাদেরকে পুণরায় শাস্তি দেয়া হবে।

জরিমানা

অপরাধীকে কিছু পরিমাণ অর্থ আদালতকে দিতে হয়। মামলা এবং আদালতের ধরণের উপরে এই অর্থের পরিমাণের তারতম্য হয়। যদি অপরাধী জরিমানা দিতে ব্যর্থ হয়, আদালত এরপর আর কী কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় তা বিবেচনা করতে পারেন।

শিক্ষানবিসকাল

অপরাধীকে সমাজ কর্মীদের দ্বারা একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তদারকী করা হয় – ৩ বছর পর্যন্ত। যদি অপরাধী শিক্ষানবিসির কোন একটি শর্ত ভংগ করেন, মামলাটি পুণরায় আদালতে যায় এবং তাদেরকে পুণরায় শাস্তি দেয়া হবে।

স্বাধীনতার সীমিতকরণ আদেশ (আরএলও)

এটা অপরাধীর চলাফেরাকে সীমিত করে। তাদেরকে অবশ্যই একটি সাংকেতিক চিন্হ পরতে হবে যার অর্থ এই যে তাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় (বৈদ্যুতিক ট্যাগ)। যা ১২ মাস পর্যন্ত থাকতে পারে এবং শিক্ষানবিসিকালীন শর্ত হতে পারে।

বন্দীত্বের (কারাবাস) এর শাস্তি

যদি অপরাধীকে বন্দী রাখার সাস্ত দেয়া হয়, তাদেরকে কারাগারে পাঠানো হয় বা, যদি ১৬-২১ বছরের হয়, একটি কিশোর অপরাধ প্রতিষ্ঠানে [(Young Offenders Institution (YOI)] পাঠানো হয়। আদালতের ধরণ এবং অপরাধের ধরণের উপরে শাস্তির সময়কাল নির্ভর করে বিচারক তা প্রদান করতে পারেন।

- জেলা বা জাস্টিস অফ দি পীস আদালত
  - ৬০ দিন পর্যন্ত
- শেরিফ আদালত
  - ১২ মাস পর্যন্ত, বা
  - যদি মামলাটি লিখিত অভিযোগপত্র হয় (যেখানে বিচারের রায় জুরী কর্তৃক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়), ৫ বছর পর্যন্ত, বা
  - যদি মামলাটি লিখিত অভিযোগপত্র হয়, বিচারক দীর্ঘকালীন সময়ের (৫ বছরের বেশী) সাঁজার জন্য তা উচ্চ আদালতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারেন
- উচ্চ আদালতে
  - একটি বিশেষ ধরণের অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি আরোপ করতে পারেন।

অপরাধী কত সময় ধরে কারা ভোগ করবেন?

এটা কতগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যার মধ্যে রয়েছে কী ধরণের অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, কত দীর্ঘ সময়ের জন্য শাস্তি দেয়া হয়েছে এবং মুক্তির নিয়মাবলী যা ঐ ধরণের মামলা এবং শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। উদাহরণ স্বরূপঃ-

- অধিকাংশ অপরাধী যাদেরকে ৪ বছরের কম কারাবাসের শাস্তি দেয়া হয় তাদের শাস্তির অর্ধেক ভোগ করার পর কোন শর্ত জুড়ে না দিয়ে আপনা-আপনিভাবেই ছেড়ে দেয়া হয়,
- কিছু অপরাধীকে (তবে যৌন অপরাধীগণ নয়) তাদের আপনা-আপনিভাবে মুক্তি পাওয়ার আগে গৃহবন্দী রাখার সান্ধ্য আইন [(Home Detention Curfew (HDC))] বিবেচনা করা যেতে পারে। এর অর্থ এই যে তাদেরকে একটি নির্ধারিত ঠিকানায় প্রতি রাতে প্রায় ১২ ঘন্টা থাকতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই একটি বৈদ্যুতিক ট্যাগ ধারণ করতে হবে যাতে করে তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করা যায় এবং বন্দী করা যায় যদি তারা তাতে একমত না থাকে।
- যৌন অপরাধীগণ যাদেরকে ৬ মাস থেকে ৪ বছর পর্যন্ত শাস্তি দেয়া হয়েছে তাদেরকে শাস্তির অর্ধেক পথে আপনা-আপনিভাবে মুক্তি দেয়া হয়। তাদেরকে কমিউনিটিতে তদারকীতে রাখা হয় এবং তারা যদি আটক শর্তের সাথে একমত পোষণ না করে তবে তাদেরকে পুণরায় বন্দী করা যেতে পারে।
- দোষীব্যাক্তি যারা ৪ বা তার বেশী সময়ের জন্য শাস্তি পান তারা সাজাঁকালীন সময়ের অর্ধেক পথে দন্ড হতে মুক্তি পাওয়ার যোগ্য হন তবে ২/৩ শাস্তি ভোগের পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তারা অবশ্যই মুক্তি পাবেন।
- যাবজ্জীবন দন্ডপ্রাপ্ত বন্দীগণ তাদের শাস্তির 'দন্ড অংশ' ভোগ করার পরে শুধুমাত্র ছাড়া পাওয়ার জন্য বিবেচিত হতে পারেন। বিচারক কর্তৃক তা আদেশ দেয়া হয় এবং দন্ড আরোপের সময়ে আদালতে তা উল্লেখ করা হয়।

কখন শাস্তির শুরু হয়তো তা নির্ভর করে অপরাধী কর্তৃক অপরাধ স্বীকার করার বা দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগে কত সময় তারা কারাগারে কাটিয়েছেন। সুতরাং শাস্তি হয়তো আদালতে তা ঘোষণার দিনে শুরু নাও হতে পারে। ভিয়াইএ (VIA) কোন্ তারিখ হতে শাস্তির শুরু হয় তা আপনাকে জানাবেন।

এই অংশের তথ্য একজন অপরাধীকে কত সময় কারাগারে বন্দী থাকতে হবে সে ব্যাপারে আপনাকে কিছু ধারণা দেবে। যদি অপরাধীকে ১৮ মাস বা তার বেশী সময়ের জন্য শাস্তি দেয়া হয়, তাহলে ক্ষতিগ্রস্তগণ বা তাদের পরিবারগুলো হয়তো Victim Notification Scheme (VNS) বা ভিক্টিম নোটিফিকেশন স্কীমে (ভিএনএস) রেজিষ্ট্রিভূক্ত হওয়ার অধিকারী হতে পারেন। এটি অপরাধীর মুক্তি পাওয়ার ব্যাপারে তথ্য প্রদান করে। ভিএনএস আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলে ভিআইএ আপনাকে তা জানাবেন।

ভিএনএস মানসিকভাবে অসুবিধাগ্রস্থ অপরাধীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তবে আমরা আপনাকে যোগাযোগের বিস্তারিত তথ্যাদি দেবো যাতে এসব পরিস্থিতিতে অপরাধীদের সম্পর্কে আরও খুঁজে দেখে আপনি কি সবের অধিকারী সে বিষয়ে জানাতে পারেন।

যদি অপরাধী একটির বেশী অপরাধ করে থাকেন তাহলে কী হবে?

যদি দেখা যায় যে অপরাধী একাধিক অপরাধে দোষী বা অপর একটি অপরাধের জন্য ইতোমধ্যেই কারাবাস করছেন, বিচারক হয়তো সবগুলো সাঁজা একত্রে (একই সময়ে) বহন করার বা একটি সারিতে (একের পরে এক) সেগুলো ভোগ করার আদেশ দিতে পারেন।

বিশেষ ধরণের অপরাধ সংক্রান্ত

আপনি হয়তো কিছু পরিভাষা যেমন 'বর্ধিত শাস্তি' (extended sentence), 'যাবজ্জীবন শাস্তি' (life sentence), বা 'যাবজ্জীবন সীমাবদ্ধতার আদেশ' (Order for Lifelong Restriction) শুনেছেন। এগুলো বিশেষ ধরণের অপরাধে অপরাধীদের দেয়া হয়। যদি এ ধরণের শাস্তিগুলোর কোন একটি মামলায় প্রয়োগ করা হয় যা আপনার উপর প্রভাব ফেলে, ভিয়াইএ এ বিষয়ে আপনাকে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে পারবেন। ভিয়াইএ আপনাকে যে কোন ব্যাবস্থা সম্পর্কে আরও বলতে পারবেন যা বিশেষ ধরণের অপরাধীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় – উদাহরণস্বরুপ, নাবালক, মানসিকভাবে অসুস্থ অপরাধী বা যৌন অপরাধী। অথবা আরও তথ্য জানার জন্য আমরা আপনাকে যোগাযোগের তথ্যাদি দিতে পারি।

আবেদন

কোন একজন যাকে একটি অপরাধে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে তারা তাদের অপরাধের রায়ের বা শাস্তির বা উভয়ের বিরুদ্ধেই আবেদন করতে পারেন। বাদী পক্ষ শুধুমাত্র শাস্তির বিরুদ্ধে আবেদন করতে পারেন এবং যদি তা শুধুমাত্র অযৌক্তিকভাবে সহানুভুতিশীল হয়। ভিয়াইএ-এর *"Information about appeals"* (আপীলসংক্রান্ত বিষয়ে তথ্যাবলী) তথ্য পুস্তিকায় এ ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে। আপনার উপর এর প্রভাব পড়লে এবং যদি আপীল করা হয় তবে আপনি এর একটি অনুলিপি বা কপি পাবেন।

সহায়তা

ভিক্টিম সাপোর্ট স্কটল্যান্ড অপরাধে ক্ষতিগ্রস্থদের ব্যাবহারিক এবং আবেগজনিত সহায়তা প্রদান করে। স্থানীয় বিস্তারিত তথ্যাদির জন্য, অফিস সময়কালিন সময়ে 0845 60 39 213 নম্বরে ফোন করুন বা www.victimsupportsco.org.uk দেখুন। ভিয়াইএ হয়েতা বা আপনাকে অন ান সহায়তাকারী সংস্থার সাথেও যোগাযোগ কিরেয় দিতে পারে।

আরও তথ্যাবলী

এই তথ্য পুস্তিকার যে কোন বিষয়ের উপর বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে আপনার স্থানীয় ভিয়াইএ অফিসের সাথে সংযুক্ত পত্রে দেয়া টেলিফোনে ফোন করুন।

অন্যথায়, অনুগ্রহ করে ভিয়াইএ জাতীয় দলের সাথে যোগাযোগ করুনঃ

টেলিফোনে
0131 243 3027 বা 0844 561 3701 নম্বরে
ফ্যাক্সযোগে
0844 561 4180 তে
বা ইমেইলে
vianationalteam@copfs.gsi.gov.uk তে।